بسم الله الرحمن الرحيم

বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম-খুন ও রিমান্ড-নির্যাতন হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থায় জনগণকে দমন করার অন্যতম হাতিয়ার

এই যুলুমের শাসনকে অপসারণ করে খিলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই জনগণের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব

৩১শে জুলাই কক্সবাজারে হাসিনা সরকারের পদকপ্রাপ্ত ওসি ও কতিপয় দুর্বৃত্ত পুলিশ সদস্যগণ কর্তৃক মেজর (অব.) সিনহা মোহাম্মাদ রাশেদ খানকে নৃশংসভাবে হত্যার প্রেক্ষিতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড সম্পর্কে নিষ্ফল আলোচনা আবারও আমাদের সকলের সামনে উত্থাপিত হয়েছে। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীগণ বিভিন্ন 'টক-শো' বা আলোচনা অনুষ্ঠানে এবং সংবাদপত্রের কলামে পুলিশ বাহিনীর সংস্কার সম্পর্কে এমনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করছেন যেন এটাই মূল সমস্যা, এবং এর মাধ্যমে সমস্যার প্রকৃত কারণ বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা থেকে জনগণের মনোযোগ ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা হচ্ছে, যে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বর্তমান শাসকগোষ্ঠী জনগণকে দমনের হাতিয়ার হিসেবে এই বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডসহ রিমান্ড-নির্যাতন ও গুম-খুনকে নিত্য নৈমত্তিক রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারে পরিণত করেছে। তাই জনগণকে যুলুম করার হাসিনা সরকারের এই সার্বভৌম ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ না করে শুধুমাত্র আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ও অন্যান্য সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সমালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হবে প্রকৃতই অর্থহীন; আর এটা হবে কতিপয় বুদ্ধিজীবী ও প্রভাবশালী মহল কর্তৃক স্বেচ্ছায় অজ্ঞতার নিকট আত্মসমর্পণ করে শুধুমাত্র নিরাপত্তা বাহিনীকে দোষারোপের মাধ্যমে হাসিনা সরকারকে রক্ষা করার অপচেষ্টা করা, অথবা হাসিনা সরকারের ভয়ে ভীত হয়ে তার কাছে নতি স্বীকার করা।

প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান শাসকগোষ্ঠী ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থাকে কাফির-সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম দেশের জনগণের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থায় এই শাসকগোষ্ঠী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং সর্বদা জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে থাকে। তারা নিজেদের, তাদের সহযোগী পুঁজিপতি ক্ষুদ্রগোষ্ঠী এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের স্বার্থ নিশ্চিত করে এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উপর যুলুম করে এবং জনগণের ক্ষোভকে দমন করতে বর্বরতার আশ্রয় নেয়। আর পরিস্থিতি অনুকূলের বাইরে চলে গেলে তারা এসব দুর্বৃত্ত পুলিশ সদস্যদের বলির পাঠা বানাতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। মেজর (অব.) সিনহার অপ্রত্যাশিত হত্যাকান্ডের কারণে হাসিনা সরকার তার বিশ্বস্ত কর্মচারী প্রদীপ কুমার দাসকে বলি দিতে বাধ্য হয়েছে, যাকে বীরত্বের জন্য ২০১৯ সালে 'ক্রসফায়ার' এবং 'বন্দুকযুদ্ধে' সাহসিকতার জন্য সর্বোচ্চ পুলিশ পুরস্কার 'বাংলাদেশ পুলিশ মেডেল (বি.পি.এম)'-এ ভূষিত করেছিল! সুতরাং, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কিছু ব্যক্তি মাঝে মধ্যে বলির পাঠা হলেও 'প্রাতিষ্ঠানিক সন্ত্রাস' নির্মূল হবে না, যা এই দুর্বৃত্ত দালাল শাসকগোষ্ঠীকে টিকিয়ে রেখেছে। তাই আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, বাংলাদেশে পশ্চিমা সমর্থিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের দুর্গ-রক্ষক বর্তমান সেনাপ্রধান দ্রুত এগিয়ে এসে হাসিনা সরকারের দুর্বৃত্তায়নের সহযোগী আইনশৃংখলা বাহিনীর প্রতি সামরিক বাহিনীর চরম ক্ষোভকে মোকাবেলার লক্ষ্যে এই হত্যাকান্ডকে একটি 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' হিসেবে অভিহিত করেছে, যেন মেজর সিনহা (অব.) কেবল বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের চলমান প্রক্রিয়ার একটি 'আনুষঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতি' মাত্র। এসব বিক্রি হয়ে যাওয়া সেনাপ্রধান এবং জেনারেলগণ একদিকে নির্বাচনের সময়ে হাসিনা সরকারের দালালির শাসনকে সুরক্ষা প্রদান করে, এবং অন্যদিকে বাংলাদেশে মার্কিন-ভারত আধিপত্য বজায় রাখতে নিষ্ঠাবান সেনা অফিসারদেরকে পিলখানায় রাষ্ট্র-সমর্থিত হত্যার ঘটনায় নির্লজ্জভাবে উদাসীন থাকে!

হে দেশবাসী! আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক সংঘটিত রাষ্ট্রীয় সহিংসতা এবং বেআইনি হত্যার প্রতিটি ঘটনার পরে আপনারা জীবন ও মত প্রকাশের মৌলিক অধিকার রক্ষার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সম্পর্কে ফাঁকা বুলি শুনে থাকেন, কিন্তু বাস্তবে এই ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী ভীতি প্রদর্শন ও নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের শাসন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে আপনাদেরকে পরিত্যাগে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। কারণ তারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কিংবা মৃত্যু-পরবর্তী জবাবদিহিতাকে ভয় করে অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকে না। খিলাফত ব্যবস্থা আল্লাহ্ আল-হাকিম (সর্বজ্ঞানী)-এর কাছ থেকে এসেছে, যিনি এই শাসনব্যবস্থাকে শাস্তি হিসেবে নয় বরং মানবজাতির সকল সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান ও রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তাই এটি বর্তমান পুলিশী রাষ্ট্রের মতো নাগরিকদের পবিত্রতা লঙ্ঘন, কিংবা তাদের মর্যাদা ও সম্মানকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করবে না। আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্র কুর'আন-সুন্নাহ্'র আলোকে **হিযবুত তাহ্‌রীর** কর্তৃক প্রণীত "খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধান"-এর সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

প্রথমত: *"প্রতিটি ব্যক্তি নিরপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অপরাধ প্রমাণিত হয়। আদালতের রায় ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কাউকে নির্যাতন করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ; এবং যে নির্যাতন করবে তাকে শাস্তি পেতে হবে"* (অনুচ্ছেদ ১৩)। সুতরাং, খিলাফত রাষ্ট্রে রিমান্ডের নামে কোন মানুষকে নির্যাতন বা কারো অনিষ্ট করার সুযোগ থাকবে না – গুম, ক্রসফায়ার বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডতো দূরের বিষয়।

দ্বিতীয়ত: খিলাফত রাষ্ট্রের পুলিশসহ সমস্ত আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণ যেকোন ধরনের ক্ষতি ও হুমকির হাত থেকে নাগরিকদের সুরক্ষা এবং তাদের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকবে, যা বর্তমান মুসলিম ভূ-খন্ডসমূহের নিপীড়নকারী পুলিশ বাহিনীর কর্মকান্ডের সম্পূর্ণ বিপরীত: *"আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল কিছুর জন্য দায়িত্বশীল, এবং যা কিছু আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে ব্যাহত করে তার ব্যাপারে দায়িত্বশীল। এ বিভাগ পুলিশের মাধ্যমে দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করে, এবং খলীফার অনুমতি ব্যতিত সেনাবাহিনীর সাহায্য নেয় না। এ বিভাগের প্রধানকে বলা হয় আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থাপক। প্রদেশগুলোতে এ বিভাগের শাখা থাকবে, তাদের প্রত্যেককে বলা হবে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা শাখা এবং প্রদেশে এ শাখার প্রধানকে বলা হবে পুলিশ প্রধান, সাহিব আল-সুরতাহ্।"* (অনুচ্ছেদ ৭০)। নাগরিকদের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতের অংশ হিসেবে খিলাফত রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ (দা'ইরাত উশ-শু'উন ইদ-দাখিলিইয়া) সেসব কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে যেগুলো আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জন্য হুমকির কারণ হতে পারে: *"আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের আওতাভুক্ত (সমাজে) নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে প্রধান হুমকি হিসেবে যেসব বিষয়াদি রয়েছে তা হলো: ধর্মত্যাগ, বিদ্রোহ, ডাকাতি, মানুষের*

সম্পদের উপর আক্রমণ, মানুষের জীবন ও সম্মানের উপর আক্রমণ, এবং যুদ্ধরত কিংবা সম্ভাব্য যুদ্ধকামী কাফিরদের পক্ষে যেসব ব্যক্তি গোয়েন্দাগিরি করছে বলে সন্দেহজনক নাগরিকদের নজরদারি করা।" (অনুচ্ছেদ ৭২)। অথচ বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা দেশের ভিতরে মুসলিমদের শত্রু সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিক দেশসমূহের গুপ্তচরদের অবাধ বিচরণের সুযোগ করে দিচ্ছে, আর অন্যদিকে নিষ্ঠাবান রাজনীতিকদের রাষ্ট্রদোহ আখ্যা দিয়ে নির্যাতন করছে এবং জেলবন্দী করছে।

তৃতীয়ত: খিলাফত রাষ্ট্রে বসবাসরত জনগণ যদি মনে করে যে শাসকগণ তাদের বিষয়াদি দেখাশোনার কাজে অবহেলা করছেন, তবে তারা শাসকদেরকে জবাবদিহি করার অধিকার ভোগ করবে: *"শাসকদেরকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা মুসলিমদের অধিকার এবং এটি উম্মাহ্'র জন্য ফরযে কিফায়াহ্। অমুসলিম নাগরিকদের জন্য শাসকের অন্যায়-অত্যাচার কিংবা তাদের উপর শারী'আহ্ আইনের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ ও অভিযোগ করার অধিকার রয়েছে।"* (অনুচ্ছেদ ২০)। অতএব, শাসকদেরকে জবাবদিহি করা নিরাপত্তাজনিত হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হবে না, যা আজকের অত্যাচারী রাষ্ট্রগুলিতে একেবারেই অনুপস্থিত; এবং এসব রাষ্ট্রে অত্যাচারী শাসকগণ কেবল নিজেদের ও তাদের প্রভুদের স্বার্থ সুরক্ষায় নিয়োজিত থাকে এবং যারা সত্য কথা বলে তাদেরকে দমন করে।

উপরন্তু, **হিযবুত তাহ্‌রীর** কর্তৃক প্রণীত আল-খিলাফতের খসড়া সংবিধানের ৮৭ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে শক্তিশালী আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ ছাড়াও অন্যায় কাজ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন স্বাধীন আদালত (মাযালিম আদালত) থাকবে, যে আদালতকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ কিংবা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী যেকোন ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয়া সকল ধরনের অন্যায়-অবিচার রোধ করবে। **হিযবুত তাহ্‌রীর** কর্তৃক প্রণীত আল-খিলাফতের খসড়া সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯০-তে স্পষ্টতই বলা হয়েছে: *"যেকোন শাসক কিংবা সরকারি কর্মচারীকে বরখাস্ত করার অধিকার মাযালিম আদালতের রয়েছে, ঠিক যেভাবে এটির খলীফাকে বরখাস্ত করার অধিকার রয়েছে, যদি অন্যায়-অবিচার (মাযলামা) অপসারণের জন্য তার অপসারণ অনিবার্য হয়।"*

প্রিয় দেশবাসী, আপনারা অনুধাবন করেছেন ইসলাম কিভাবে জনগণের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সুস্পষ্ট সমাধান দিয়েছে। **হিযবুত তাহ্‌রীর** আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে যে, ইসলাম বাস্তবায়নে নবুয়্যতের আদলে প্রতিশ্রুত খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে আপনাদের প্রচেষ্টাকে দ্বিগুণ করুন, খিলাফত প্রতিষ্ঠার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হউন। আর স্মরণ রাখবেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে এই যুলুমের শাসন অবসান ও খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে সুসংবাদ প্রদান করেছেন, তিনি (সাঃ) বলেন: *"...যুলুমের শাসনের অবসান হবে, এবং তারপর আবারও আসবে খিলাফত - নবুয়্যতের আদলে।"* [মুসনাদে আহমদ]। তাই এই মুহূর্তে আপনাদের দায়িত্ব হলো, আপনাদের প্রতিবেশী, পরিচিত বা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা সামরিক অফিসার রয়েছেন তাদের নিকট বর্তমান শাসকদের অপসারণ করে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-কে নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদানের জোরালো দাবী জানানো এবং এটাই খিলাফত প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নির্দেশিত পদ্ধতি।

হে সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারগণ! কখন আপনারা জেগে উঠবেন এবং আপনাদের বিশ্বাসঘাতক নেতৃবৃন্দ ও দালাল শাসকগোষ্ঠীর প্রতি আপনাদের সমর্থন প্রত্যাহার করবেন, যারা তাদের হাত ও হিংস্র চেহারাকে আপনাদের সহকর্মী ভাইদের রক্তে রঞ্জিত করেছে। ইতিপূর্বে এই রক্ত ছিল পিলখানায় আপনাদের সাহসী ভাইদের, আর এখন আপনাদের আরেকজন ভাই এই অনিষ্টকর ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার শিকারে পরিণত হলো। যদি আপনারা আপনাদের প্রতি আল্লাহ্ আজ্জা ওয়া জ্বাল কর্তৃক প্রদত্ত সামরিক সক্ষমতাকে ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠীকে ও শাসনব্যবস্থা অপসারণ করে নবুয়্যতের আদলে দ্বিতীয় খিলাফত রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করেন, এবং এই ভূ-খন্ডের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি দূর করে আপনাদের গর্বের উৎস এই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা নিশ্চিত না করেন, তবে সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যেদিন আপনাদেরকে বা আপনাদের পরিবারের সদস্যদেরকে এই শাসকগোষ্ঠী ও শাসনব্যবস্থার শিকারে পরিণত হতে হবে, যাদেরকে আপনারা নিষ্ঠার সাথে নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছেন! আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও, যখন তোমাদেরকে এমন কাজের প্রতি আহবান করা হয় যা তোমাদের মাঝে প্রাণের সঞ্চার করে।" [সূরা আনফাল : ২৪]

২৭ জিলহজ্জ, ১৪৪১ হিজরী
১৭ আগস্ট, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

www.ht-bangladesh.info | contact@ht-bangladesh.info

হিযবুত তাহ্‌রীর/উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্য: htmedia.bd@outlook.com

হিযবুত তাহ্‌রীর/উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ